Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VIII, Issue-IV, July 2020, Page No. 17-23
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ঊনবিংশ শতকের কাব্য-কবিতার নির্যাস প্রসঙ্গ: রঙ্গলাল থেকে গীতিকবিতা ধারা

শম্পা লাহা
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পাঁচথুপী হরিপদ গৌরীবালা কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Simply poetry is a literature that evokes a concentrated imaginative awareness of experience or a specific emotional response through language chosen and arranged for its meaning, sound and rhythm, but at the same time poetry is a vast subject as old as history. The main purpose of poetry is to express the independent modes of the poet's mind, though it's ancient or modern. In Britain nineteenth century poetry began with Romanticism, likewise in Bengali Literature also we saw the blossoming of the great Romantic poets such as Biharilal Chakravorty, Surendranath Majumdar, Debendranath Sen, Akshay kumar Baral etc, and thus they all together started a new phase, a new journey….poetry in its lyrical way…. A formal type of poetry which expresses personal emotions or feelings, typically spoken in the first person….lyric poetry.
Keywords: poetry, lyric poetry, ballad, nineteenth century, verse.

আধুনিক হোক বা অনাধুনিক, কবিতাকে প্রথমত এবং শেষমেশ কবিতাই হতে হবে, অন্যকিছু নয়। তাই আলোচনার পরিসর উনিশ শতক হোক বা বিশ শতক, কবিতা বলতে আসলে ঠিক কি বোঝায়, সে প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করলেই প্রসঙ্গক্রমে উঠে আসে কবি এলিয়েটের এই উক্তি ----'Genuine poetry can communicate before it is understood.' [১] 'Collected Essays: T.S Eliot.' আবার তিনিই বলেছেন:- 'The chief use of the 'meaning' of a poem, in the ordinary sense, may be to satisfy one habit of the reader, to keep his mind diverted and quiet, while the poem does its work upon him: much as the imaginary burglar is always provided with a bit of nice meat for the house-dog. This is a normal situation of which I approve. But the minds of all poets do not work that way; some of them assuming that there are other minds like their own, become impatient of this 'meaning' which means superfluous, and possibilities of intensity through its elimination.' [২]

এলিয়েটের মতে কবিদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন যাঁরা বাচ্যার্থকে অবান্তর মনে করে তাকে সম্পূর্ণ বাদ দেবার পক্ষপাতী, কারণ তাঁর মতে বাচ্যার্থ পাঠককে ভুলিয়ে রাখার একটা যান্ত্রিক উপায় মাত্র, সেই অবসরে কবিতা তার নিজের কাজ করে যায়, আর পাঠকের মনকে মুক্তি দেয় ব্যঞ্জনার ব্যাপক ক্ষেত্রে। আর

সেখানে বাংলা কবিতা রূপে-রসে উজ্জ্বল ও বিচিত্র, পরিমাণেও প্রচুর। আর তার মধ্যেই বিরাজিত বাঙালির স্বভাবসিদ্ধ গীতিপ্রবণতা, যা পুরাতন কাল থেকেই নানা ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে দিয়ে চলে আসছিল, কখনও সাধন-ভজন, কখনও গানের মাধ্যমে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই তাতে মানবিক আবেগের ধারা যুক্ত হয়ে নির্মিত হল অভূতপূর্ব এক সৌধ। বিহারীলাল চক্রবর্তী থেকে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল থেকে কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ, কবি মুশাররফ হোসেন প্রমুখ গীতিকবিরা তাঁদের ব্যক্তিগত আবেগকে সঞ্চারিত করে দিলেন পাঠকমনের অন্তরমনে।

যদিও এই ধারার পাশাপাশি বহমান ছিল বাংলা কবিতার যে অন্যতম ধারা, তাতে উনিশ শতকের অন্যান্য কবিদের মধ্যেও বিশেষভাবে নাম করতেই হয় প্রথমে ঈশ্বর গুপ্ত ও তারপর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮২৬-৬৭)। কারণ বাংলা কবিতার ঠিক যৌবনপ্রাপ্তির সময়ে মধুকবির ভূমিকার আগে মূলত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতেই বাংলা কবিতার কৈশোর থেকে যৌবনপ্রাপ্তি। প্রথম যুগে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে 'সংবাদ প্রভাকর' এ কাব্যচর্চা করলেও বাংলা সাহিত্যে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন উনিশ শতকীয় আখ্যান কাব্যের ধারার প্রবর্তক হিসাবে। ১৮৫৮ সালে হোমারের কাব্য অনুসরণে লেখেন 'ভেক ও মূষিকের যুদ্ধ'। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে নাম করা যায়--- 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮), 'কর্মদেবী' (১৮৬২), 'শূরসুন্দরী' (১৮৬৮), 'কাঞ্চীকাবেরী' (১৮৭৯)। এর মধ্যে 'পদ্মিনী উপাখ্যান' বাংলা কাব্যের প্রথম ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স, আবার বাংলা কাব্যে জাতীয়তাবাদী মনোভাবের প্রসারেও তাঁর অবদান ভোলবার নয়। সে কারণেই বোধ হয় কাব্যটির 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়' পংক্তিটি প্রায় প্রবাদের গোত্রভুক্তই বলা যায়। তিনি ভাষা, ছন্দ তথা প্রকাশরীতিতে প্রাচীনপন্থী হয়ে ঈশ্বর গুপ্তের ধারা অনুসরণ করলেও বিষয় নির্বাচন এবং কবি মানসিকতায় যথেষ্ট আধুনিকতার পরিচয় বহন করার জন্য বাংলা কবিতায় ঐতিহ্যমন্ডিত গীতিকবিতার ধারার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের নতুন দিকের উন্মোচনে তাঁর অবদানও ফেলবার নয়।

ইংরেজীতে যাকে বলে Ballad বাংলায় তাকেই বলা হয় গীতিকা। যদিও ব্যালাড আর গীতিকা পুরোপুরি সমার্থক নয়, তবু যে দুটি বিষয়ে এদের গভীর সাযুজ্য বর্তমান সে দুটির একটি হল গল্পরস, এবং অপরটি হল এর সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যঃ--- 'A ballad is a song that tells a story in simple verse and to a simple tune. It is the product of no one time or person, its author, if ever known, has been lost in the obscurity of the past and in the processes of oral tradition.' [৩]

আসলে বাংলাদেশটাই কবিতার দেশ। বাংলার জলবায়ু, মৃত্তিকা ও ভৌগলিক অবস্থান বাঙালির মনোগঠনকে যেমন কবিসুলভ করে তুলেছে, তেমনি তার বাক্‌শিল্পও চিরকালই স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে সুরের প্রবাহে। বোধহয় এ কারণেই চর্যাগীতি থেকে শুরু করে অদ্যবধি বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসের প্রধানতম লক্ষণই হল গীতিপ্রবণতা বা গীতিপ্রাণতা। তবে সচেতনভাবে বাংলায় গীতিকবিতা লেখা শুরু হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। অর্থাৎ পাশ্চাত্যের গীতিকবিতার রচনারীতি এবং তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে লেখার ফলে বাংলায় যাকে আমরা 'গীতিকবিতা' নামে আখ্যায়িত করি তা আসলে ইংরেজী লিরিক কবিতার আদর্শানুসারী। ইংরাজিতে লিরিক কবিতার আদর্শ গ্রহণ করা হয়েছিল প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য থেকে। প্রাচীন গ্রিসে লাইয়ার নামক বাদ্যযন্ত্র সহযোগে যে সুরসিক্ত কাব্য-কবিতা পরিবেশন করা হোত তাই ছিল লিরিক-কবিতা। এই ছিল প্রাচীন গীতিকবিতা, যার বিষয়বস্তু বেশিরভাগই Impersonal.

আধুনিককালে সেই গীতিকবিতাই হয়ে উঠল Poet's own moods, sentiments and feelings. এই উপযুক্ত ধারণা প্রতিষ্ঠিত হল মূলত বাঙালির ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, বায়রণ, শেলি, কিটস প্রভৃতি পৃথিবীবিখ্যাত ইংরেজ গীতি-কবিদের কাব্যকৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে। ইংরাজি ভাষায় গীতিকবিতার জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৭৯৮ সালে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজ কর্তৃক 'লিরিক্যাল ব্যালাডস' প্রকাশের মধ্য দিয়ে। আর বাংলার ক্ষেত্রে প্রকাশিত হল -----বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সঙ্গীত শতক', 'সারদামঙ্গল', 'সাধের আসন', সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মহিলা কাব্য', অক্ষয়কুমার বড়ালের 'প্রদীপ', 'কনকাঞ্জলি', 'ভুল', 'শঙ্খ'। তারপর গীতিকবিতার সুরের প্লাবনকে সংহতি তথা সংযমের মধ্যে প্রথম বাঁধলেন কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮-১৯২০) গীতিকবির মন নিয়ে রচনা করেন 'নির্ঝরিনী', 'অশোকগুচ্ছ', 'অপূর্ব নৈবেদ্য', 'গোলাপগুচ্ছ' প্রভৃতি কাব্যের সুরসিক্ত কবিতাগুলি গীতিকবিতা হিসাবে এতটাই অতুলনীয় ছিল যে রবীন্দ্রযুগেও এদের সমাদর কিছুমাত্র কমেনি। আবার তাঁরই পাশাপাশি বাস্তব রমণীর প্রতি বাস্তব আকাঙ্ক্ষা তথা প্যাশানকে বিষয় হিসাবে গ্রহণ করে আবির্ভূত হন ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস। তাঁর প্রবল দেহবাদের পরিচয় বহন করে তাঁর কবিতা:--

'আমি তারে ভালবাসি অস্থি মাংস সহ,
আমিও নারীর রূপে
আমিও মাংসের স্তূপে
কামনায় কমনীয়।' (৪)

এর পাশে দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতাকে রাখলেই বোঝা যায় জীবনের একান্ত আপনার ছোট ছোট দুঃখ, মান-অভিমান তাঁর কবিতায় অনাবৃত নিবিড়তায় ধরা পড়লেও তাঁর কবিভাবনা ছিল মূলত গার্হস্থ্য প্রেম সুখে বিভোর।--

'চিরদিন চিরদিন রূপের পূজারী আমি
রূপের পূজারী,
সারা সন্ধ্যা সারা নিশি রূপ বৃন্দাবনে বসি
হিন্দোলায় দোলে নারী আনন্দে নেহারি।' (৫)

বোধহয় সেজন্যই বাংলার রুচিবাগীশ পাঠক আর নীতিবাগীশ সমালোচক গোবিন্দচন্দ্রের উপলব্ধ বাস্তব সত্যকে মেনে নিতে পারেননি। সেজন্যই তাঁর 'প্রেম ও ফুল', 'কুঙ্কুম', 'কস্তূরী', এবং 'ফুলরেণু' কাব্যের যতটা খ্যাতি পাওয়া উচিত ছিল তা থেকে তারা বঞ্চিতই রয়ে গেছে। নারী সৌন্দর্যের এমন আবেগাতপ্ত স্তুতি, এমন নির্জলা দেহানুরাগ শুধু বাংলা গীতিকবিতায় কেন সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেই শোনা যায় নি মোহিতলাল মজুমদারের আগে পর্যন্ত। তাঁর কবিতার লিরিক প্রবাহে প্রসাধন এবং লাবণ্যের অভাবের সঙ্গে সঙ্গে যে উগ্র দেহবাদ পরিলক্ষিত হয়--- বলাই বাহুল্য সেই যুগে এই মনোভাব অধিকাংশ পাঠকের কাছেই সমাদৃত হয় নি।

বিহারীলাল চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের নির্দেশিত গীতিকবিতার পথে কবিতা লিখে যাঁরা সাফল্য অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তবে আমরা জানি তাঁর প্রধান গুরুত্ব বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতার মূল সুরটিকে ধরতে পারায়। আর সেদিক থেকে বাংলা কবিতায় বিহারীলালের ধারার শ্রেষ্ঠ অনুকারী অক্ষয়কুমার বড়াল। বিহারীলালের অরূপ সৌন্দর্যাকুতি, সংহত রূপ-অনুরক্তি লাভ করেছে অক্ষয়কুমারের কাব্যে। তাঁর ভাবনার অন্তরঙ্গ প্রভাব আছে কিশোর রবীন্দ্রনাথের, আবার নারীর গার্হস্থ্য

সৌন্দর্যের পিপাসায় তিনি সহধর্মী দেবেন্দ্রনাথের। বিশেষ করে নিসর্গ ও প্রেম সম্পর্কিত কবিতাগুলির অবদান স্মরণ না করলেই নয়। এদিক থেকে তাঁর স্মরণীয় কাব্যগ্রন্থগুলি হলঃ--- 'প্রদীপ', 'কনকাঞ্জলি', 'ভুল'। তাঁর রোমান্টিক উৎকণ্ঠা, প্রণয়তৃষ্ণার দিক থেকে গৃহাশ্রয়ী হলেও কবিকল্পনার দিক থেকে তিনি বিশ্বাভিসারী। 'নারীবন্দনা' কবিতাতে পাই--

'রমণী রে, সৌন্দর্যে তোমার
সকল সৌন্দর্য আছে বাঁধা।
বিধাতার দৃষ্টি যথা জড়িত প্রকৃতি সনে
দেব-প্রাণ বেদ-গানে সাধা।' (৬)

তবে অক্ষয়কুমারের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য 'এষা' (১৯১২)। অক্ষয়কুমারের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হৃদয়াবেগের সংযম। সুকুমার সেনের ভাষায়ঃ-- 'অক্ষয়কুমারের ভাষা সংযত ও পরিমিত। বাক্‌সংযম, শব্দচয়ন এবং পদলালিত্যের সঙ্গে ভাবগাম্ভীর্যের মিলন ইহার রচনারীতির বিশেষত্ব।' (৭)

তবে রোমান্টিক গীতিকবিতার যৌবনমুক্তি বিহারীলালের হাতেই, সন্দেহ নেই। রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতিদের কাব্যলক্ষ্য নির্ণয়ের মধ্যে যে দ্বিধা, বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-৯৪) সেই দ্বিধা কাটিয়ে উঠে সচেতনভাবে আত্মনিয়োগ করলেন গীতিকবিতা রচনায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় হয়ে উঠলেন--- 'ভোরের পাখি'। অন্তরে গীতিময়তার যে উন্মাদনা তিনি অনুভব করেছিলেন সে সম্বন্ধে তাঁর নিজের উক্তিঃ--- 'Probably I have got a tendency in the lyrical way.' (৮)

বন্ধুর সাহায্যে শেক্সপিয়রের নাটক, স্কট, বায়রন ও ম্যুরের কাব্য কবিতা পাঠ করেছিলেন তিনি। ফলে গীতিকবিতা রচনার আত্মগত তথা মৌল প্রেরণা ইংরাজি সাহিত্যের প্রেরণা পাবার পর হয়ে উঠেছিল প্রবলতর। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল---- 'সঙ্গীতশতক' (১৮৬২), 'বঙ্গসুন্দরী' (১৮৭০), 'নিসর্গসন্দর্শন' (১৮৭০), 'বন্ধুবিয়োগ' (১৮৭০), 'প্রেম প্রবাহিনী' (১৮৭০), 'সারদামঙ্গল' (১৮৭৯), 'সাধের আসন' (১৮৮৯), 'বাউল বিংশতি' সর্বমোট আটটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন তিনি।

তবে এসব কাব্যের মধ্যে 'সারদামঙ্গল' এ প্রেম, করুণা ও সৌন্দর্যের আদর্শ-প্রতিমা সারদার সঙ্গে কবির মিস্টিকধর্মী যে বিরহ-মিলনের সুললিত কাব্য-নির্ঝর রূপায়িত হয়েছে তার সুরপ্রবাহ ও নিরবিচ্ছিন্ন।

'তবে কি সকলি ভুল?
নাই কি প্রেমের মূল?
বিচিত্র গগনফুল কল্পনালতার?
মন কেন রসে ভাসে----
প্রাণ কেন ভালবাসে
আদরে পরিতে গলে সেই ফুলহার?' (৯)
কিংবা-----
'হে সারদে দাও দেখা!
বাঁচিতে পারি নে একা
কাতর হয়েছে প্রাণ, কাতর হৃদয়;
কি বলেছি অভিমানে----

শুনো না, শুনো না কানে,
বেদনা দিও না প্রাণে ব্যথার সময়!' (১০)

গীতিকবিতায় আসলে প্রকাশিত হয় কবির মনোলীন অনুভূতির সুসংযত আবেগসমৃদ্ধ বহিঃপ্রকাশ। কবির চিত্তলোকে জন্ম নেয় যে বিচিত্র বাসনা ও সংস্কার, অনুকূল পরিস্থিতিতে তাই যখন বাইরে কাব্যরূপ পেতে চায় তখন তার একমাত্র মাধ্যম গীতিকবিতা। গীতিকাব্য আসলে তথ্যের নিষ্প্রাণ পুঞ্জমাত্র নয়, নয় দার্শনিক তত্ত্বকথা, আসলে জুলিয়াস হেয়ারের ভাষায়---'Poetry is philosophy and philosophy is poetry' (১১) সেদিক থেকে বিহারীলালই যে আত্মভাবপ্রধান গীতিকাব্যের অমিত সম্ভাবনার দুয়ার খুলে ধরেছিলেন সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

এই প্রধান প্রধান গীতিকবিরা ছাড়াও ফরিদপুর নিবাসী কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়, কিংবা দীনেশচন্দ্র বসুর 'কবিকাহিনী' (১৮৭৬), 'মহাপ্রস্থান' কাব্য (১৮৮৭), কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের
'সদ্ভাবশতক' (১৮৬১) ও 'মোহভঙ্গ' (১৮৭১)। বেশ কিছু গীতিকবিতা এঁরাও রচনা করেছিলেন। তবে এঁদের গীতিকবিতাগুলি যেহেতু উপদেশ মূলকতার ঊর্ধ্বে কদাচিৎই উঠতে পেরেছে, তাই বাংলা গীতিকবিতার বিবর্তনে এঁদের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য অবদান নেই বললেই চলে।
ঠিক একই কথা বলা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর মহিলা কবিদের সম্বন্ধেও। আমরা জানি, কবির আত্মকথার বাহন লিরিক বা গীতিকবিতা। বিশুদ্ধতম কাব্য প্রেরণাই গীতিকবিতার জন্মভূমি। এর স্বরূপ সম্পর্কে সমালোচক হাডসনের মন্তব্যঃ--- 'In lyrical poetry, the poet is principally occupied with himself.' (১২)

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়-- 'বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটন মাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্য গীতিকাব্য।' (১৩ এবং বলতে দ্বিধা নেই উল্লেখযোগ্য রকম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪) র 'অশ্রুকণা', 'আভাস' এবং 'অর্ঘ্য' র কবিতাগুলোয় মূলত প্রাধান্য পেয়েছে ব্যক্তিগত জীবনকথাই। তবে অনুভূতির সঙ্গে স্বকীয়তার একটা সহজ সখ্যের উদাহরণ তাঁর কাব্য। ব্যক্তিগত বিষণ্ণ জীবন এবং পুত্র-কন্যাদের কথাই তাঁর কবিতার মূল সুর। এই যন্ত্রণার সুর শুধু একা গিরীন্দ্রমোহিনীর নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকবিতার ধারায় মহিলা কবিরূপে সুপরিচিত, মধুসূদন দত্তের ভাইঝি মানকুমারী বসুও উনিশ বছর বয়সে কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়ে বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁর ব্যক্তিগত হৃদয়যন্ত্রণা তাঁর কাব্যকে দিয়েছে বৈরাগ্যভাবের ছাড়পত্র। প্রমাণ তাঁর রচিত 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' (১৮৮৩) ও 'প্রিয়প্রসঙ্গ' (১৮৮৪)

তবে এদের মধ্যে বিহারীলাল প্রবর্তিত গীতিকবিতার ধারার অন্যতম গীতিকবি কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ায় ইংরেজি লিরিক কবিতার আদর্শে বেশ কিছু ভালো গীতিকবিতা রচনা করেন। রবীন্দ্রযুগের পরিমণ্ডলে কাব্যসাধনা করলেও তাঁর স্বকীয়তা উল্লেখ করবার মতন। তবে প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আলো ও ছায়া' (১৮৮৯) একটি প্রণয়মূলক কাব্য হলেও দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'মাল্য ও নির্মাল্য' (১৯১৩) তে কবি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তিনি। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল---- 'পৌরাণিকী', 'গুঞ্জন', 'অশোক সঙ্গীত', 'দীপ ও ধূপ', 'জীবনপথে'। তাঁর স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতাগুলিতে রূপলাভ করেছে কবি হৃদয়ের আন্তরিকতা--

'যেইদিন ও চরণে ঢালি দিনু এ জীবন,
হাসি অশ্রু সেইদিন করিয়াছি বিসর্জন।

হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুঃখিনী জনমভূমি, মা আমার, মা আমার।' (১৪)

তবে সমকালীন অপরাপর সহকবিদের মেয়েলি বিষয়ের ওপরে উঠে প্রেম, প্রকৃতি, স্বদেশ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা করবার ফলে স্বাভাবিকভাবেই তিনি খ্যাতিও অর্জন করেছিলেন সবচেয়ে বেশী।

তবে জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ ভাইদের প্রতিভার ছায়ায় পড়ে, খ্যাতিলাভটুকুই অসম্পূর্ণ রয়ে গেছিল যাঁর তিনি রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী। তাঁর 'গাথা' (১২৯৭) কাব্যে যে চারটি কবিতা সংকলিত তা বিহারীলাল তথা অক্ষয়চন্দ্রের অনুসরণে লেখা। গীতিনাট্য 'বসন্ত উৎসব' স্বর্ণকুমারীর গীতিকবিতার উৎকৃষ্টতম নিদর্শনস্থল। তাঁর কাব্যের মূল সুর বিষাদ।

এছাড়াও প্রমীলা নাগ, সরোজকুমারী দেবী প্রমুখরা পতিভক্তি, পারিবারিক জীবন, কূলবধূর মর্মকথা এবং বৈধব্য যন্ত্রণা ইত্যাদি বিষয়ে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু ভালো কবিতা লিখলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকবিতার ধারায় তাতে কোন নতুন মাত্রা যুক্ত হয় নি। কারণ স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ গীতিকবিতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেনঃ--- ''যাহাকে আমরা গীতিকাব্য বলিয়া থাকি অর্থাৎ যাহা একটুখানির মধ্যে একটিমাত্র ভাবের বিকাশ। ঐ যেমন বিদ্যাপতির----

ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর'' (১৫)

রবীন্দ্র-সমসাময়িক বিভিন্ন কবিরা বাংলা গীতিকবিতার ধারা উন্মোচন করে পথ প্রশস্ত করে গেছিলেন পরবর্তী আধুনিক কবিতার। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর গীতিকবিতা, শেষ পর্যায়ের কবিতায় অবিসংবাদীভাবে এঁদের থেকে এক সুবিশাল মহীরুহ। যদিও পরবর্তী পর্যায়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কৃত পথ থেকে একটু সরে আসার প্রবণতা দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ সহস্ররশ্মি সূর্য, তাঁর প্রতিভাকে অতিক্রম করে রবীন্দ্র-সমসাময়িক কবিরা যেতে পারেননি একথা একান্তরূপে সত্য। তবু ইংরেজ রোম্যান্টিক কবিদের অনুসরণে উনিশ শতকে তাঁরা যে নতুন পথটি তৈরি করেন--- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তার মূল্য ও মহিমা দুইই অবশ্য স্বীকার্য।

তথ্যসূত্র:-

১) 'আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা', ডঃ বাসন্তী কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, মার্চ ২০০৯, পৃষ্ঠাসংখ্যা-১
২) ঐ, পৃষ্ঠাসংখ্যা-২
৩) 'বুদ্ধিজীবীর নোটবই', সম্পাদক-সুধীর চক্রবর্তী, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ডিসেম্বর- ২০১৪, পৃষ্ঠাসংখ্যা-১৫৫
৪) 'প্রবন্ধ বিচিত্রা' (বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা), ডঃ দেবেশ কুমার আচার্য্য, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর- ২০০৯, পৃষ্ঠাসংখ্যা-৪৪৯
৫) ঐ, পৃষ্ঠাসংখ্যা-৪৪৮
৬) ঐ, পৃষ্ঠাসংখ্যা-৪৪৭
৭) ঐ, পৃষ্ঠাসংখ্যা-৪৪৭

৮) ঐ, পৃষ্ঠাসংখ্যা-৪৪১

৯) 'প্রবন্ধ সঞ্চয়ন', সম্পাদনা –ডঃ সত্যবতী গিরি, ডঃ সমরেশ মজুমদার, রত্নাবলী, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ- ১৫ এপ্রিল ২০০৯, পৃষ্ঠাসংখ্যা-৪০৪

১০) 'বিহারীলাল চক্রবর্তীর সারদামঙ্গল' , ডঃ বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, মিলিসানি পাবলিশিং কনসান, কলিকাতা, পৃষ্ঠাসংখ্যা-৮৭

১১) ঐ, পৃষ্ঠাসংখ্যা-২৯

১২) 'সৌন্দর্যের অনুধ্যান- 'বিহারীলালের সারদামঙ্গল', সম্পাদনা- মানবেন্দ্রনাথ সাহা, বামা পুস্তকালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশঃ কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি -২০০৩, পৃষ্ঠাসংখ্যা-১

১৩) ঐ, পৃষ্ঠাসংখ্যা- ২

১৪) পূর্বোক্ত, 'প্রবন্ধ বিচিত্রা', পৃষ্ঠাসংখ্যা- ৪৫০

১৫) 'উনিশ শতকের গীতিকবিতা', সম্পাদনা- অধ্যাপক ঘোষ ও মুখোপাধ্যায়, জে এন ঘোষ এন্ড সন্স, পুনর্মুদ্রণ- ২০০৮, কলকাতা, পৃষ্ঠাসংখ্যা-১

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:-

১) বিপ্লব চক্রবর্তী (সম্পাঃ), শৈলী চিন্তাচর্চা, রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জুলাই ২০০৩

২) অতীন্দ্রিয় পাঠক (সম্পাঃ), 'শিল্পী শিল্পকর্ম ও ভাবনা-অনুষঙ্গ', গীতা প্রিন্টার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারী -২০০৯

৩) বুদ্ধদেব বসু (সম্পাঃ), 'আধুনিক বাংলা কবিতা', এম. সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ- জুলাই ২০১১

৪) ডঃ দেবকুমার ঘোষ (সম্পাঃ), 'বিহারীলাল চক্রবর্তীর সারদামঙ্গল', শিলালিপি, কোলকাতা, প্রথম শিলালিপি সংস্করণঃ অক্টোবর ২০০৩

৫) 'বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি' (একাদশ শ্রেণি), পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ এর পক্ষে বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত, মুদ্রক- মুদ্রণ ভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জুলাই ২০১৩

৬) শ্রী ভবানী গোপাল সান্যাল (সম্পাঃ), 'বিহারীলাল চক্রবর্তীর সারদামঙ্গল', মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড , কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ- আষাঢ় ১৪১৬-১৪১৭।

৭) শ্রী সনৎকুমার মিত্র, 'সাহিত্য-টীকা', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, একাদশ সংস্করণঃ ডিসেম্বর ২০১৪

৮) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত, আনন্দ,কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ- ভাদ্র- ১৪২১

৯) বুদ্ধদেব বসু, 'কালের পুতুল', নিউ এজ পাবলিশার্স, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, বৈশাখ ১৪১৭, মে ২০১০।

সহায়ক পত্রপত্রিকা:—

১) বলাকা (বাঙালির লোকসাহিত্য), সম্পাদক-ধনঞ্জয় ঘোষাল, বর্ষ- ২৭, সংখ্যা-৩৬, ফেব্রুয়ারি- ২০১৮, তনুশ্রী প্রিন্টার্স, কলকাতা।

সহায়ক ইংরাজি গ্রন্থঃ--

1) 'New Light', Editor- Parimal Baidya, Progressive literary and Cultural Association, 7th issue, March 2017, A quarterly magazine, Hooghly.